পরীক্ষার প্রস্তুতিঃ

পূর্বের পাঠ্য কোন বিষয়ে কোন সমস্যা থাকলে শিক্ষকমন্ডলী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তা জেনে নেন এবং সেমিস্টার পরীক্ষার পূর্বেই ঐসব বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করেন। এতে করে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু বুঝতে ও পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হয়।

ভর্তির যোগ্যতাঃ

S.S.C/O'Level বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ২.০ অথবা ২য় বিভাগ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে। ভর্তির জন্য ছাত্র/ছাত্রীদের বয়স ও পাশের সন শিথিলযোগ্য (২০০৮-২০১৮)।

ভর্তির নিয়মাবলীঃ

ক) ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীকে অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নির্ধারিত আবেদন পত্র সংগ্রহ পূর্বক নিজ হাতে পূরন করে জমা দিতে হবে।

খ) ভর্তির সময় S.S.C পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র ও প্রসংশাপত্র আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

গ) ৬ কপি (৩৮*৩৮ মিমি) এবং ২ কপি স্ট্যাম্প সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

অন্যান্য তথ্যঃ

১। ভর্তির অনুমতি প্রাপ্তির পর নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তি হতে হবে অন্যথায় ভর্তির আদেশ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

২। ভর্তির সময় ইনস্টিটিউটের অফিস থেকে রেজিস্ট্রেশন ফরম যথাযথভাবে পূরন করে জমা দিতে হবে।

৩। ভর্তির পর ছাত্র/ছাত্রীদের ১৫ দিনের মধ্যে কলেজ অফিস থেকে পরিচয় পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৪। ভর্তি ফরম অসম্পূর্ণ থাকলে এবং প্রসপেক্টাসে বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রদানে ব্যর্থ হলে ভর্তির বিষয় বিবেচনা করা হবে না।

৫। ভর্তির নিয়মাবলী প্রয়োজনে পরিবর্তনীয় (অধ্যক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে)।

আচার আচরনঃ

ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ভদ্রতা, শালীনতা ও আদর্শ ছাত্রসুলভ আচরন বাঞ্চনীয়। ক্লাসে যথাসময়ে উপস্থিতি, পাঠাগার ও সেমিনারে নীরবতা, পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা একান্তভাবে কাম্য। ছাত্র ছাত্রীদের নিম্নোক্ত আচরন বিধি মেনে চলা আবশ্যকঃ

১. জুনিয়র ছাত্র/ছাত্রীরা সিনিয়র ছাত্র/ছাত্রীদের বড় ভাই/বোন মনে করবে এবং তদানুযায়ী আচরন করবে।

২. সিনিয়র ছাত্র/ছাত্রীরা জুনিয়র ছাত্র/ছাত্রীদের ছোট ভাই/বোন বলে মনে করবে এবং তদানুযায়ী আচরন করবে।

৩. শিক্ষকদের সাথে আচরন ভদ্র, শালীন ও মার্জিত হওয়া বাঞ্চনীয়।

৪. ইনস্টিটিউটের আঙিনায় বা ইনস্টিটিউট সংলগ্ন ফুটপাত/সড়কদ্বীপ ইত্যাদিতে অযথা জটলা করার কোন অবকাশ নেই।

৫. ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে ধূমপান ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ।

৬. ক্লাস ছুটির আগে কোন ছাত্র-ছাত্রী ইনস্টিটিউট ত্যাগ করতে পারবে না।

৭. কোনক্রমেই ইনস্টিটিউটের সম্পদ নষ্ট করা যাবে না।

কোর্সের বিবরণ

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৪ বছর মেয়াদি ৮ টি সেমিস্টারে বিভক্ত (প্রতি সেমিস্টার এর মেয়াদ ৬ মাস)

বিষয়সমূহ

- ডিপ্লোমা ইন গ্রাফিক্স ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং

লেকচারশীট/হ্যান্ডনোট প্রদান

শ্রেণি কার্যক্রমকে শতভাগ সার্থক করে তোলার লক্ষ্যে লেকচারশীট / হ্যান্ডনোট প্রদান করা হয়। পরবর্তিতে এগুলোর ভিত্তিতে ক্লাস টেস্ট নেয়া হয়।

সুবিধাদি

- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও সুসজ্জিত শ্রেণিকক্ষ।
- উন্নতমানের ল্যাব, লাইব্রেরী ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা।
- উন্নত যোগাযোগ সুবিধা।
- বিশুদ্ধ পানির সু-ব্যবস্থা।
- ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (DIU)-তে আর্থিক সুবিধাসহ ভর্তির সুযোগ।
- ইন্ডোর গেম'স ও Wi-Fi সুবিধা।
- ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য **হোস্টেল সুবিধা**।
- Daffodil পরিবারসহ অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে নিজস্ব জব প্লেসমেন্ট সেলের মাধ্যমে **চাকরির জন্য সহায়তা**।
- মেয়েদের জন্য ৫০% ছাড়ে শিক্ষার সুযোগ।

DAFFODIL TECHNICAL INSTITUTE

Daffodil Technical Institute (DTI)

Permanent Campus:
43/R/5-B, Indira Road, Panthapath, Dhaka-1215
Phone: 9122016-17, Cell: 01713493267
E-mail: info@dti.ac, Web: www.dti.ac

Kalabagan Campus:
64/6, Lake Circus, Russell Square, Kalabagan, Dhaka
Phone: 9134695, 9104460, Cell: 01713493233

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।
প্রতিষ্ঠান কোডঃ ৫০৬৭৩

DAFFODIL TECHNICAL INSTITUTE

READY TO CHANGE YOUR LIFE

ড্যাফোডিল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (ডিটিআই)

www.dti.ac

ভূমিকা

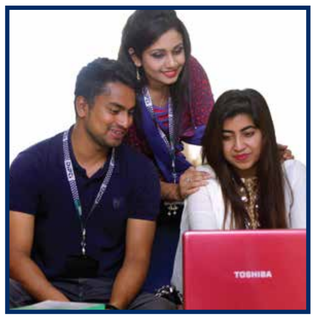

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষা পরিবারের সদস্য "ড্যাফোডিল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (ডিটিআই)"- এ আপনাকে স্বাগতম। সামাজিক ও ব্যক্তি কল্যাণের স্বার্থে কর্মমুখী শিক্ষা আমাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ড্যাফোডিল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (ডিটিআই) এক নব অগ্রযাত্রা শুরু করেছে। ডিটিআই এর সাথে বিভিন্নভাবে অংশীদারিত্ব রয়েছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। আমরা শিক্ষার্থীদেরকে শুধু একটি উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ প্রদান করতে ইচ্ছুক নই তাদেরকে বৃদ্ধিবৃত্তি উন্নয়নের একটি সুষম পরিবেশও প্রদান করতে ইচ্ছুক। যুগের চাহিদায় সারা বিশ্বে এসেছে পরিবর্তনের জোয়ার, বদলে যাচ্ছে মানুষ এবং পরিবর্তিত হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা। মেধা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মননশীলতা ধারন করতে পারলে মনুষত্বের মূল ভিত্তি রচিত হয়। তাই শিক্ষা হতে হবে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, যা একজন শিক্ষার্থীকে সত্যিকার অর্থে মানুষের মত মানুষ হতে সহায়তা করবে। এমনই মূল্যবোধ থেকে মেধা ও মননের উৎকর্ষ সাধনের প্রত্যয় নিয়ে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা হতে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন একটি মানসম্মত ও সুশৃঙ্খল শিক্ষা পদ্ধতি সমৃদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগোপযোগী কর্মমুখী শিক্ষা প্রণয়নের প্রত্যয়ে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র পান্থপথে কোলাহল মুক্ত পরিবেশে ড্যাফোডিল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ড্যাফোডিল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (ডিটিআই) এর প্রতিষ্ঠাতা - ড্যাফোডিল পরিবারের কর্ণধার, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক জনাব মোঃ সবুর খান। ড্যাফোডিল পরিবার মানসম্মত শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৯০ সাল থেকে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে আসছে।

উপযোগিতা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উন্নত দেশগুলো অনেক এগিয়ে গেছে। সেই তুলনায় বলা যায়, বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে বহু দিক থেকেই। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। বর্তমান সরকারের ঘোষিত "ভিশন-২০২১" অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার হার ৮ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে ডিপ্লোমা, ভোকেশনাল ও জাতীয় দক্ষতার মান বেসিকসহ বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে ২০০৮ সালের পর প্রায় দুই লাখ শিক্ষার্থী বেড়েছে, প্রতিষ্ঠান বেড়েছে দুই হাজারেরও বেশি। এই বৃদ্ধির কারণে কারিগরিতে মোট শিক্ষার্থীর হার প্রায় ৮ শতাংশে পৌঁছেছে। কারিগরি শিক্ষাই একমাত্র উপায় যার সাহায্যে স্বল্প সময়ে বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন করতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বর্তমানে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিপুল জনসংখ্যাক দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। কারণ কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষের যেমন একদিকে অনেক বেশি চাকরির সুযোগ থাকে অন্যদিকে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগও থাকে যথেষ্ট। কারিগরি শিক্ষার ওপর দেশের উন্নতিও নির্ভর করে কারণ এ শিক্ষা মানুষকে সহজে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে, দেশ-সমাজ ও জাতিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ছাত্র/ছাত্রীদের মেধা বিকাশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করা এবং পরিবার ও সমাজ জীবনে সক্রিয় স্বাক্ষর রাখার উপযোগী করে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ লাভে সহায়তা করা।
- শিক্ষার মৌলিক বৈপুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে সুসংহত শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করা।
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- সৃজনশীলতা, আত্মকর্মসংস্থান ও জ্ঞান বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- পরিবর্তিত উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে সহায়ক সম্ভাবনা সৃষ্টি করা।
- মিলেমিশে কাজ করার অভ্যাস গঠন এবং দেশ ও জাতির ভবিষ্যত নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।
- আত্মসচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রেণিগত শিক্ষার পাশাপাশি সমাজ সচেতনতা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা।
- সমাজ ও ব্যক্তি কল্যাণের স্বার্থে কর্মমুখী করে গড়ে তোলা।
- দেশের আপামর জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা।
- কর্মমুখী শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণে উজ্জীবিত করা।

বৈশিষ্ট্য

- রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র পান্থপথে **নিজস্ব সুবিশাল ৭ তলা ভবন।**
- ডিজিটালাইজড শিক্ষা পদ্ধতি নিশ্চিত করণে রয়েছে **ফ্রি ল্যাপটপ পাওয়ার সুযোগ।**
- অভিজ্ঞ পূর্ণকালিন শিক্ষক/শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান।
- সাপ্তাহিক, মাসিক ও তিন মাস অন্তর অন্তর পরীক্ষা ব্যবস্থা।
- দৈনন্দিন কার্যক্রম ডায়েরির মাধ্যমে নিয়মিত অভিভাবক'কে অবহিত করন।
- আবশ্যিক ভাবে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা।
- কোন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়তে হয় না।
- অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কম্পিউটার ল্যাব।
- মাল্টিমিডিয়া পদ্ধতিতে ক্লাস সম্পাদন।
- ইলেকট্রনিক এটেন্ডেন্স ব্যবস্থা ।
- প্রতিটি ক্লাসেই পড়া বুঝিয়ে দেয়া এবং পরবর্তী ক্লাসে যথাযথভাবে আদায় করে নেয়া।
- প্রতিটি বিষয়ের জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা।
- শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ ও কর্মসংস্থানের সহায়তা।
- পাঠসূচী, পরীক্ষা ও অপ্রয়োজনীয় ছুটি কমিয়ে নিজস্ব একাডেমিক ক্যালেন্ডার নিখুঁত ভাবে অনুসরন করা ।
- শিক্ষা সহায়ক কর্মকান্ড, শারীরিক গঠন ও মানসিক বিকাশে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করণ।

কম্পিউটার ল্যাব

আধুনিক ও উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে মিল রেখে ইনস্টিটিউটে আছে আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব।

গ্রন্থাগার

প্রতিষ্ঠানে নিরিবিলি পরিবেশে পাঠ উপযোগী সুসজ্জিত ও পর্যাপ্ত পুস্তক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার আছে। এখান থেকে ছাত্র/ছাত্রীরা কার্ডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়াও দৈনিক পত্রিকা ও দেশী/বিদেশী জার্নাল/ম্যাগাজিন রাখা হয়।

সহপাঠ কার্যক্রম

ছাত্র/ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা ও সুষ্ঠ মানসিকতা বিকাশের জন্য ঐতিহাসিক স্থান সমূহে শিক্ষা সফর, দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ, বনভোজন, আলোচনা সভা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস সহ সকল জাতীয় দিবসে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়।

বিভিন্ন ক্লাব

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে গঠন করা হয়েছে বিভিন্ন ক্লাব।

১. কম্পিউটার ক্লাব ২. স্পোর্টস ক্লাব ৩. ডিবেট ক্লাব ৪. ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাব ৫. কালচারাল ক্লাব ইত্যাদি।

শিক্ষাপঞ্জি

বছরের শুরুতেই ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাপঞ্জি (Academic Calender) প্রদান করা হয় এবং তদানুসারে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ক্লাসের সময়সূচী

প্রভাতী শাখা: সকাল ৮.০০ টা হতে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত এবং দিবা শাখা: দুপুর ২.০০ টা হতে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত।

পরিচয় পত্র

প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে পরিচয় পত্র দেয়া হবে এবং আবশ্যিকভাবে পরিচয় পত্র সহ প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে। পরিচয় পত্র হারিয়ে গেলে যথাযথ নিয়মে আবেদনের মাধ্যমে ডুপ্লিকেট পরিচয় পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

ড্যাফোডিল পরিবার পরিচালিত

অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

১. ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
২. ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
৩. দীপ্তি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ
৪. ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি
৫. ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ
৬. ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
৭. ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অব আইটি
৮. বাংলাদেশ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট
৯. ড্যাফোডিল জাপান আইটি

বৃত্তি/পুরস্কার

- সেমিস্টার পরীক্ষা ফলাফলের উপর "বৃত্তি" প্রদান করা হয়।
- সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য "সন্তোষজনক উপস্থিতি" পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- ভালো আচরন ও নিয়ম শৃঙ্খলা অনুসরন করার জন্য "ভদ্র-শিক্ষার্থী" পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে "বৃত্তি" প্রদান করা হয়।
- মেয়েদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা।
- 'A+' প্রাপ্তদের জন্য বিশেষ সুবিধা।